দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সব ভার্সিটি ও মেডিক্যালে সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া আগামী বছরে শুরু হবে

মুজতবা খন্দকার ঃ দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া আগামী বছর থেকে চালু হচ্ছে। এই নতুন নিয়ম কার্যকরী হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৃথক পৃথক ভর্তি পরীক্ষা বা বর্তমান পদ্ধতি তুলে নেয়া হবে। চলতি বছর এই প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলেও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনীহা ও আনুষঙ্গিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান বিষয়টি নিয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক হয়েছে একাধিকবার। এসব বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাইস চ্যান্সেলরগণ উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ বৈঠক হয় গত জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নতুন ভর্তি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হবে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি পরীক্ষার মত। অর্থাৎ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় গ্রাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট এ্যাপটিচুড টেষ্ট (জিএমএটি) পদ্ধতি এবং স্কলাসটিক এ্যাপটিচুড টেষ্ট (এসএটি) পদ্ধতিতে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলে একই সময়ে একটি প্রশ্নে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ফলে, এক জায়গায় ভর্তি হবার পর অন্য জায়গায় ভর্তি হবার কোন সুযোগ থাকবে না।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সব ভার্সিটি ও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সীমিত। অথচ ভর্তি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকার কারণে গত পাঁচ বছরে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বুয়েট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কৃষি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বরিদ্যালয়ে প্রায় ১২শ' আসন খালি থেকে গেছে। দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ ও বিআইটিসহ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট আসন ১৬ হাজার ২শ।

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে তিন মাস দেরী হয়ে যায়। ফলে, যে ছাত্র ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয় সে অপেক্ষাকৃত ভাল বিষয়ে চান্স পেলে বুয়েট অথবা মেডিক্যাল কলেজে চলে যায়। ফলে ঐ আসন খালি থেকে যায়। কর্তৃপক্ষ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করার জন্য সময় নেন খুব কম। ফলে, ঐ আসন খালি হলে নতুন করে ভর্তির কোন সুযোগ আর থাকে না।

আসন খালি থাকার সমস্যা দূর করাই নতুন ভর্তি প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য বলে জানা গেছে। পরীক্ষাটি অনেকটা মেডিক্যাল কলেজগুলোর মত হবে বলে জানা গেছে।

এ সংক্রান্ত সর্বশেষ বৈঠকে বুয়েট জানায়, কম্পিউটার স্বল্পতা, লোকবল কম বলে নতুন পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে তারা আগ্রহী ছিল না।

কৃষি ভার্সিটি কর্তৃপক্ষও নতুন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ তাদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে ফেলায় নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সূত্র জানান, এ বছর অক্টোবরে গত জানুয়ারী মাসের অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এতে পরীক্ষা গ্রহণ ও কেন্দ্র নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

অক্টোবর মাসে বৈঠকের কারণ হিসাবে সূত্র জানান, আগেভাগে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে আগামী বছর কোন ভার্সিটি এককভাবে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে না।

EDUCATION AND STATISTICS
SHEET — OF — SHEETS